তারিখ ... ২০/৯/৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

012

মাহবুব আলম চাষীর মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

(স্টাফ রিপোর্টার)

সৌদী আরবের রাস্তায় দুর্ঘটনায় মৃত জনাব মাহবুব আলম চাষী ও অপর দুজন বাংলাদেশীর লাশ ২৪শে সেপ্টেম্বর জেদ্দা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে লাশগুলি গতকাল বুধবার পর্যন্তও জেদ্দায় আনা হয়নি বলে অপর এক সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে গতকাল পর্যন্ত ঢাকায় যেসব খবর পাওয়া গেছে তাতে তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমে এটি একটি সড়ক দুর্ঘটনা বলে জানা গেলেও এখন শোনা যাচ্ছে আসলেই গাড়িটি কোন দুর্ঘটনায় পড়েনি। গাড়িটিকে অক্ষত অবস্থায় পথের ধারে পার্ক করা অবস্থায় এবং দরজা বন্ধ গাড়ির ভেতরে তাঁদেরকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁদের মৃত্যুর তারিখও ২৮শে আগস্ট নয় বলে জানা গেছে। কারণ তাঁরা দুবাই থেকে রওনা হয়েছিলেন ১লা সেপ্টেম্বর। কাজেই ১লা অথবা ২রা সেপ্টেম্বর তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

জানা গেছে সৌদী পুলিশ এই তিনজন বাংলাদেশীর মৃত্যু সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ দূতাবাসকে অবহিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মৃত্যুর খবর বাংলাদেশে আনতে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দারাইন

মাহবুব আলম চাষী

(১ম পৃঃ পর)

দীর্ঘ সময় লেগেছে।

নিহত বাংলাদেশ বিমান দুবাই শাখার একাউন্টস ম্যানেজার জনাব আই এন দরাইনের স্ত্রী মিসেস শামসুন নাহার তাঁর দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে গতকাল সকালে দুবাই থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি ঢাকায় এসেই প্রথম তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন। দুবাইতে তাঁকে এ খবর জানানো হয়নি। স্বামী অসুস্থ হয়ে ঢাকায় গেছেন এই খবর দিয়ে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

মিসেস শামসুন নাহার জানিয়েছেন জনাব মাহবুব আলম চাষীর সঙ্গে জনাব দারাইনের কোন আলাপ পরিচয় ছিল না। জনাব দারাইন গাড়িতে হজ্বে রওনা হবার আগে দুবাই-এর একজন বাংলাদেশী জনাব চাষীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানান। এই অনুরোধক্রমেই তিনি জনাব চাষীকে নিয়ে ১লা সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে মক্কা রওনা হন। গাড়ির চালক ছিলেন কালা মিয়া। তাঁরা তিনজনেই এই মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হয়েছেন।